কালের কণ্ঠ

তারিখ 21 JUN 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তি

নরসিংদী ও রৌমারীতে অতিরিক্ত ফি আদায়

নিজস্ব প্রতিবেদক, নরসিংদী ও **রৌমারী** (কুড়িগ্রাম) **প্রতিনিধি** ▷

নরসিংদী সরকারি কলেজ ও কুড়িগ্রামের রৌমারী উপজেলার চারটি কলেজের উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তিতে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের অভিযোগ উঠেছে।

নরসিংদী সরকারি কলেজে একাদশ শ্রেণিতে মোট আসন সংখ্যা দুই হাজার ৩৫০। প্রতি শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ১০০ টাকা করে নিয়মবহির্ভূতভাবে আদায়ের মাধ্যমে প্রায় আড়াই লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

গতকাল সোমবার কলেজে গিয়ে শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ভর্তি ফি বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের দুই হাজার ৩১৭ টাকা, ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের দুই হাজার ২১৭ টাকা ও মানবিক বিভাগের শিক্ষার্থীদের দুই হাজার ২১৭ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে ক্যাশ কাউন্টারে ১০০ টাকা জমা দিয়ে রশিদ সংগ্রহ করে তা দেখিয়ে ভর্তি কমিটির কাছ থেকে ভর্তি ফরম সংগ্রহ করতে হচ্ছে। যা বোর্ডের ভর্তি নির্দেশনা পরিপন্থী।

কলেজের দেওয়ালে ভর্তি ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের ক্যাশ কাউন্টারে ১০০ টাকা জমা দিয়ে রশিদ সংগ্রহের নির্দেশনা দেওয়া হলেও এতে অধ্যক্ষের কোনো স্বাক্ষর নেই।

এ বিষয়ে নরসিংদী সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, 'ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি নির্দেশিকা ও ফরম বাবদ এ টাকা আদায় করা হচ্ছে। বাংলাদেশের সব কলেজেই এই অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হচ্ছে। তবে মন্ত্রণালয়ের পরিপত্রে উল্লেখ না থাকায় এটা বিধিবহির্ভূত।'

এদিকে কুড়িগ্রামের রৌমারী ডিগ্রি কলেজ, যাদুরচর ডিগ্রি কলেজ, চরশৌলমারী ও দাঁতভাঙ্গা স্কুল অ্যান্ড কলেজে উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তিতে দুই হাজার থেকে তিন হাজার টাকা পর্যন্ত আদায় করা হচ্ছে।

এ নিয়ে গতকাল কলেজগুলোতে বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। দুপুর ১২টার দিকে প্রতিবাদ মিছিল উপজেলা শহর প্রদক্ষিণ শেষে উপজেলা চত্বরে সমাবেশ করে।

শিক্ষা বোর্ডের নিয়ম অনুসারে, পৌর ও উপজেলা শহরের কলেজগুলো একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি ফি হিসেবে সর্বোচ্চ এক হাজার টাকা নিতে পারবে। কোনো প্রতিষ্ঠান যদি ওই ফির চেয়ে বেশি আদায় করে তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, রৌমারী ডিগ্রি কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি ফি দুই হাজার ৫৫০ টাকা এবং মানবিক ও বাণিজ্য শাখায় নেওয়া হচ্ছে দুই হাজার ৩৫০ টাকা করে। একইভাবে যাদুরচর ও দাঁতভাঙ্গা স্কুল অ্যান্ড কলেজে তিন হাজার ও চরশৌলমারী কলেজে দুই হাজার টাকা করে আদায় করা হচ্ছে।

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আব্দুল্লাহ আল মামুন তালুকদার বলেন, 'অভিযোগ পাওয়ার পর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে তদন্ত করে তিন কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দিয়েছি।'